জয়দেব-চরিত।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত

প্রণীত।

“যদি হরি স্মরণে সরসং মনো,
যদি বিলাস কলাসু কুতূহলং,
মধুর কোমল কান্ত-পদাবলীং,
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীং ॥”

"Whatever is delightful in the modes of music, whatever is graceful in the fine strains of poetry, whatever is exquisite in the sweet art of love, let the happy and wise learn from the song of Jayadeva."

কলিকাতা।

জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানীর যন্ত্রে

শ্রীগোপালচন্দ্র নন্দ দ্বারা মুদ্রিত।

২১ নম্বর বহুবাজার ষ্ট্রীট।

সংবৎ ১৯৩০।

JAYADEVA CHARITA,

OR

A SHORT BIOGRAPHICAL ACCOUNT

OF

JAYADEVA,

THE

Celebrated Author of the Sweet Lyric Poem

GÍTA GOVINDA.

BY

RAJANÍ KÁNTHA GUPTA.

"যদি হরি-স্মরণে সরসং মনো,
যদি বিলাস কলাসু কুতূহলং।
মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং,
শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীং॥"

Whatever is delightful in the modes of music, whatever is graceful in the fine strains of poetry, whatever is exquisite in the sweet art of love, let the happy and wise learn from the song of Jayadeva."

Calcutta:

INTED BY GOPAL CHUNDER BOSE, AT THE G. P. ROY & CO.'S PRESS.
NO 21, BOWBAZAR STREET.

1873.

হেপাঠক—সহৃদয়! করিবে শ্রবণ,
অভাগা বিনয়ে আজ করে নিবেদন।
ভেবেছিনু এতদিন; প্রফুল্ল হৃদয়ে,
মনের বাসনা মোর, পূরাব সময়ে।
কিন্তু হায়! অসময়ে নিদয় তপন,
শুকা'ল প্রচণ্ড তাপে সরস-জীবন,
ক্রমশঃ মলিন হ'ল বিকচ কমল,
ফুরা'ল জন্মের মত, বাসনা সকল।
"রোগ-শোক-জরাজীর্ণ" অসার সংসার,
কালের ভীষণ চক্রে ঘুরি অনিবার,
কভু ঊর্দ্ধে কভু নীচে করিছে গমন,
অস্থায়ি মানব-ভাগ্য, হায় রে! কখন
দারুণ নেমির নীচে সহসা পড়িয়া,
প্রচণ্ড আঘাতে সব যেতেছে দলিয়া।
ওই যে দেখিছ ফুল্ল পুষ্প——সুশোভন,
আঘ্রাণ-তর্পণ বাস, করে বিতরণ;

সুমন্দ মারুত-ভরে হেলিয়া দুলিয়া,
প্রকৃতির কোলে নাচে হাসিয়া হাসিয়া।
উহার বৃন্তও কালে করিবে ছেদন,
লুটাবে ধরায় দেহ — নয়ন-রঞ্জন।
জগতের নিয়তি এ, বুঝিলাম সার
কালের কঠোর হাতে নাহিক নিস্তার।

কি আর ভাবিয়া হবে; পাঠক —সুজন!
অভাগার মনোরথ হইল না পূরণ।
পশিয়াছে কাল-কীট, বুঝি এই বার
জীবন-প্রসূন ছিন্ন হয় রে আমার।
তথাপি শুইয়া এবে অন্তিম-শয্যায়,
গাথিনু চরিত-মালা অর্পিতে তোমায়।
কবি-বর জয়দেব—বঙ্গের রতন,
মধুর সঙ্গীতে যার মুগ্ধ ত্রিভুবন।
সাধারণ ভাবে, রচি চরিত তাঁহার,
("হায় রে! নয়নে জল আসে বার বার।")

সাধারণ ভাবে, এই অন্তিম সময়,
অর্পিত তোমার করে। হইয়া সদয়,
আশা করি সমাদরে করিবে গ্রহণ
প্রিয়-জন-দত্ত এই—যতনের ধন।

অভিনয় শেষ এই হইল আমার,
যবনিকা নিপাতিত হইবে এবার।
পাড়ল লেখনী এবে অচল হইয়া;
মনোগত অভিপ্রায়, আর কি বলিয়া
সুজন পাঠক বর! জানাব তোমায়,
এই শেষ-সম্ভাষণ——"বিদায় বিদায়"।

অবতারণিকা।

এতদিনের পর "জয়দেব-চরিত" স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। যন্নিবন্ধন ইহা লিপিবদ্ধ হয়, পাঠকগণকে এই স্থলে তাহা সংক্ষেপে জানাইতে বাধ্য হইলাম।

কতিপয় বৎসর হইল, পাথুরিয়াঘাটা-নিবাসী বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর মহোদয় "হিন্দুমেলা"-সংক্রান্ত সমাজে অঙ্গীকার করেন, যিনি উৎকৃষ্টরূপে জয়দেবের জীবন-চরিত লিখিতে পারিবেন, তাঁহাকে পঞ্চাশৎ মুদ্রা পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। তদনুসারে আমি "জয়দেব-চরিত" লিপিবদ্ধ করিয়া যথাস্থানে প্রেরণ করি। পরীক্ষক মহাশয়গণ, এখানিকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও পারিতোষিক-যোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে শৌরীন্দ্র বাবু আমায় অঙ্গীকৃত পুরস্কার প্রদান করেন। এই সময়ে সঙ্গীত-শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র মোহন গোস্বামী মহাশয় "গীতগোবিন্দ-গীতাবলির স্বরলিপি" প্রস্তুত করাতে "জয়দেব-চরিত" তাহার সহিত মুদ্রিত

হয়। গোস্বামী মহাশয় আমার অজ্ঞাতসারে "জয়দেব-চরিতের" কোন কোন স্থান পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক উহাকে এক প্রকার বিকৃত-ভাবাপন্ন করিয়া প্রকাশ করেন। এতন্নিবন্ধন আমি স্বকৃতি অব্যাহত রাখিবার নিমিত্ত "জয়দেব-চরিত" স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হই। কিন্তু শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতাবশতঃ এই সঙ্কল্প তৎকালে কার্য্যে পরিণত হইয়া উঠে নাই। এক্ষণে অনেকে "জয়দেব-চরিত" পাঠ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করাতে, পীড়িতাবস্থাতেই উহার অনেক স্থান পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া প্রচার করিলাম।

কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিবরণ সংগ্রহ সময়ে কোন বহুদর্শী মহাপ্রজ্ঞ মহাশয়ের নিকট হইতে কিয়দংশে সাহায্য প্রাপ্ত হই। পরে অবসর ক্রমে অনেকগুলি গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিবরণ গুলি যত দূর জানিতে পারিয়াছি, পুস্তক মধ্যে লিপিবদ্ধ করিতে ত্রুটি করি নাই। পরন্তু, এবিষয়ে কেবল নিজের প্রতি নির্ভর না করিয়া পাঠকগণের বিবেচনার্থ অধীত গ্রন্থ গুলির নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক স্থানে স্থানে তাহার বিবরণ সঙ্কলন করিয়া দিয়াছি।

প্রাচীন বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান, অনায়াস-সাধ্য নহে, এই বিষয় গুলি মানব-কল্পনা-সম্ভূত উপন্যাসে পল্লবিত

হওয়াতে প্রকৃত বিষয়ের উন্নয়ন, একান্ত দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। এবম্বিধ সংগ্রহ যে প্রমাদ-শূন্য হইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ প্রাচীন বিবরণ সঙ্কলনে এই আমার প্রথম উদ্যম। সুতরাং "জয়দেব-চরিতে" অনেক ভ্রম লক্ষিত হইতে পারে। সহৃদয়গণ কৃপা করিয়া আমায় সৎপথ প্রদর্শন করিলে নিতান্ত উপকৃত ও অনুগৃহীত হইব।

আমি দুশ্চিকিৎস্য সযকৃৎ-প্লীহ-জ্বর-রোগে আক্রান্ত হওয়াতে এক প্রকার জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছি। এতন্নিবন্ধন, পুস্তক খানি যেরূপ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিতে অভিলাষ করিয়াছিলাম, তদনুরূপ করিয়া উঠিতে পারি নাই। সুতরাং ইহাতে কদাচিৎ কোন বিষয়ের অভাব দৃষ্ট হইতে পারে। আমার মনোমধ্যে এই একটী বিশিষ্ট ক্ষোভ রহিল।

গোস্বামী মহাশয়ের মুদ্রিত "জয়দেব-চরিতের" সহিত এই "জয়দেব-চরিতের" অনেক বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবে। আমি এই চরিত-সঙ্কলনে যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছি, এমনি কি, স্বয়ং নিতান্ত পীড়িত থাকিয়াও ইহার অনেকাংশ পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছি। ভরসা করি, সামাজিকগণ এই কষ্ট-প্রসূত বিষয়ে একবারে হতাদর হইবেন না।

পীড়িতাবস্থায় এই পুস্তকের বর্ণ-যোজনা-ঘটিত অশুদ্ধি সংশোধন করা হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন কোনি কোন স্থলে ভ্রম লক্ষিত হইতে পারে। আশা করি, সহৃদয়গণ তদ্বিষয়ে ক্ষমা প্রদর্শন কবিবেন। ইত্যলং পল্লবিতেন।

কলিকাতা
হিন্দুহষ্টেল।
১লা ভাদ্র। সংবৎ ১৯৩০।

শ্রীরঃ—

জয়দেব-চরিত।

বীরভূমের প্রায় দশক্রোশ দক্ষিণে অজয় নদের (১) উত্তরস্থ কেন্দুবিল্ব (২) গ্রামে বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ কবি মহাত্মা জয়দেব জন্ম পরি-

(১) অজয় নদ ভাগীরথীর করদ। "এই নদ ভাগলপুর জেলার দক্ষিণাংশে উৎপন্ন হইয়া প্রথমতঃ সাঁওতাল পরগণার দক্ষিণাংশ দিয়া দক্ষিণ দিকে, তৎপর বীরভূম ও বর্দ্ধমান জেলার মধ্য দিয়া পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া কাটোয়ার নিকটে ভাগীরথীতে পতিতহইয়াছে।" (বঙ্গদেশের বিবরণ।)

(২) "কেন্দুবিল্ব বীরভূমের প্রধাননগর "সুরি" হইতে নয় ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। এই গ্রামে রাধা-দামোদর নামে

গ্রহ করেন (৩)। এই গ্রাম (কেন্দুবিল্ব) কেন্দুলি নামেই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। জয়দেবের পিতার নাম ভোজদেব এবং মাতার নাম বামাদেবী (৪)। ভোজদেব, কান্যকুব্জ-সম্ভূত-পঞ্চ-ব্রাহ্মণের (৫)

একটী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। বৈষ্ণবদিগের মতে কেন্দুবিল্ব পরম পবিত্র স্থান।"

("Annals of Rural Bengal." By W. W. Hunter. Apendix. P. 436.)

(৩) "বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্ব-সমুদ্র-সম্ভব-রোহিণী-রমণেন।"

(গীতগোবিন্দ। তৃতীয় সর্গস্থ প্রথম সঙ্গীতের অষ্টম পরিচ্ছেদ (কলি)।)

(৪) কাব্য-কলাপ-সম্পাদক পণ্ডিত হরিদাস হীরাচাঁদ-মুদ্রিত গীতগোবিন্দের সমাপিকাতে রাধাদেবী-তনয় বলিয়া জয়দেবের উল্লেখ আছে। কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বামাদেবী নামই অপেক্ষাকৃত প্রমাণিক।

(৫) বঙ্গাধিপ আদিশূর স্বদেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে আচার ভ্রষ্ট দেখিয়া পুত্রেষ্টি যাগ সম্পাদনার্থ (কোন কোন মতে

অন্যতমের সন্তান ও অপেক্ষাকৃত কুলমান-সম্পন্ন ছিলেন। জয়দেব কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার নির্ণয় করা দুর্ঘট। লাটীন ভাষায় গীতগোবিন্দের অনুবাদ কর্ত্তা অধ্যাপক লাসূন্ অনুমান করেন, জয়দেব খ্রীষ্টীয় সার্দ্ধৈকাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পরন্তু সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্যদেবের প্রধান শিষ্য

অনাবৃষ্টি নিবারণার্থ) কান্যকুব্জরাজ বীরসিংহের নিকট হইতে পাঁচটী ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। "ক্ষিতীশ-বংশাবলিচরিত" গ্রন্থে লিখিত আছে, একটী গৃধ্র আদি-শূরের প্রাসাদোপরি পতিত হওয়াতে তিনি ভাবি অমঙ্গল নিবারণার্থ মন্ত্র বলে সেই গৃধ্র ধৃত করিয়া তন্মাংস দ্বারা হোম করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। তন্নিবন্ধন পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনীত হয়।

"ভট্টনারায়ণো দক্ষো বেদগর্ভোঽথ ছান্দড়ঃ।
অথশ্রীহর্ষ নামাচ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ॥"

"আদিশূরো নবনবত্যধিকনবশতীশতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণানানায়য়ামাস।"

সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন, জয়দেব বঙ্গাধিপতি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের (৬) সমসাময়িক

(৬) লক্ষ্মণসেন কোন্ সময়ে গৌড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, তাহা অদ্যাপি সূক্ষ্মরূপে নির্ণীত হয় নাই। সুপ্রসিদ্ধ আবুলফাজেলের মতে, লক্ষ্মণসেন খ্রীঃ ১১১৬ অব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহা যুক্তি ও প্রমাণ-সঙ্গত বলিয়া প্রতীত হইতেছে না। সুবিশ্রুত ইতিহাস-বেত্তা মিন্‌হাজউদ্দীন SS খ্রীঃ ১২৬০ অব্দে পারস্য ভাষায় "তবকাৎনাসরী" নামে এক খানি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে, এতদ্দেশে পাঠানদিগের রাজ্য বিস্তারের অনেক বর্ণনা আছে। বখতিয়ারখিলিজীর বঙ্গদেশ-জয়ের সপ্তাধিক পঞ্চাশৎ বর্ষ পরে মিনহাজউদ্দীন বাঙ্গালায় আসিয়া, বর্ণনীয়-বিষয়-সমূহ সংগ্রহ পূর্ব্বক "তবকাৎনাসরী" লিপিবদ্ধ করেন; সুতরাং বঙ্গেশবিজয়সম্বন্ধে তাঁহার বাক্য নিতান্ত প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। এই মিন্‌হাজউদ্দীন লিখি-

SS ইনি "মিন্‌হাজাস্ সিরাজ" নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। (Vide. "History of India." By E. Lethbridge and The Rev. G. U. Pope. Chapter II. Page 81.)

য়াছেন, বখতিয়ার খিলিজী, খ্রীঃ ১২০৩ অব্দে বঙ্গদেশ জয় করেন। এই সময়ে "লক্ষ্মণিয়া" নামে একজন অশীতি-বর্ষ-বয়স্ক রাজা নবদ্বীপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি স্বীয় জনকের মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করিয়া অশীতি বর্ষ কাল রাজত্ব করেন*। এই "লক্ষ্মণিয়া" কে? তাহার বিবরণ এতদ্দেশীয় কোন গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু ইনি যে বঙ্গদেশীয় সেনবংশের শেষ রাজা; মিন্‌হাজউদ্দীনের প্রমাণানুসারে তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। রাজাবলি গ্রন্থে কেশবসেনের পরবর্ত্তী জনৈক রাজার নাম, সু অথবা সুরসেন বলিয়া লিখিত আছে। কিম্বদন্তী অনুসারে অশোকসেন নামে ও আবার একজন রাজা গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু ইনি কাহার পূর্ব্ববর্ত্তী এবং কাহারইবা পরবর্ত্তী তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। বোধ হয়, "অশোকসেন, সু অথবা সুরসেন" এই অভিধানত্রয় উক্ত

---

* "যেখন মহম্মদ বখতিয়ারের (প্রার্থনা করি, তাঁহার উপরে ঈশ্বরের করুণা পতিত হউক) সাহস, যুদ্ধ কৌশল ও তৎকর্ত্তৃক রাজ্য-পরাজয়ের সম্বাদ লক্ষ্মণিয়ার নিকট উপস্থিত হয়, তখন তাঁহার রাজধানী "নদীয়ায়" ছিল। এই রাজা বিলক্ষণ শাস্ত্র-পারদর্শী এবং অশীতিবর্ষকাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা লক্ষ্মণিয়ার সম্বন্ধে আমি যে একটী ঘটনা জানিতে পারিয়াছি, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা দোষাবহ হইবে না। ঘটনাটী এইঃ—যখন রাজার

গের রাজত্বকাল গড়ে এক এক বৎসর করিয়া ধরিলে ‡ খ্রীঃ ১১২১অব্দ, লক্ষ্মণসেনের রাজত্বে চরমসময় বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এদিকে "আইনআকবরীর" মতে লক্ষ্মণসেনের পিতা "কুলবিধাতা" সুপ্রসিদ্ধ বল্লালসেন, খ্রীঃ ১০৬৬ অব্দে রাজপদে অভিষিক্ত হয়েন, এবং "সময় প্রকাশ" নামক গ্রন্থে রলিখনানুসারে, তিনি ১০১৯ শকে—খ্রীঃ ১০৯৭ অব্দে "দানসাগর" গ্রন্থের প্রণয়ন করেন P। ইহার পর বল্লালসেন তিন বৎসর জীবিত থাকিলে তদীয় পুত্র লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারম্ভের কাল, খ্রীঃ ১১০১ অব্দ বলিয়া পরিগণিত হয়। আবুলফাজেলের নির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বোক্ত সময়ে বিশ্বাস স্থাপন করিলে লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব কাল পাঁচ বৎসর (১১১৬ হইতে খ্রীঃ ১১২১ অব্দ) হইয়া উঠে। কিন্তু লক্ষ্মণের মন্ত্রী হলায়ুধ-প্রণীত "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" গ্রন্থের বর্ণনানুসারে উক্ত রাজার রাজত্বকাল ৫ বৎসর অপেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ হয়। হলায়ুধ স্বপ্রণীত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, লক্ষ্মণসেন তাঁহাকে

---

‡ ইহারা এইরূপ অল্পকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, মুসলমান লেখকগণ "লাক্ষ্মণেয় সেনকে" "লক্ষ্মণসেনের" অব্যবহিত-পরবর্ত্তী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

P "নিখিলনৃপচক্রতিলক-শ্রীবল্লালসেন-দেবেন।
পূর্ণে শশিনব-দশমিতে শকাব্দে দানসাগরো রচিতঃ॥"

কৈশোরাবস্থায় সভাপণ্ডিত পদে নিযুক্ত করেন; পরে যৌবনাবস্থায় মন্ত্রীপদে বরণ করেন, এবং যৌবনশেষে "ধর্ম্মাধিকার" পদ প্রদান করেন PP। এই সকল ব্যাপার দীর্ঘকাল ভিন্ন সম্পন্ন হওয়া অসম্ভাবিত। সুতরাং লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল পাঁচবৎসর বলিয়া নির্দ্ধারণ করা একান্ত যুক্তিবিরোধী। এতন্নিবন্ধন ইদানীন্তন তত্ত্বানুসন্ধায়িগণ আবুলফাজেলের মতে আস্থাবান্ না হইয়া ১১০১ হইতে ১১২১ খ্রীষ্টাব্দ, লক্ষ্মণসেনের রাজ্যভোগের সময় বলিয়া

PP "বভুব তস্যাং প্রকৃতের্মহানিব, শ্রিয়োনিবাসাযতনং হলায়ুধঃ।
যৎকীর্ত্তিরম্ভোনিধি-বীচিদণ্ড-দোলাধিরোহ-ব্যসনং বিভর্ত্তি॥
লব্ধং জন্ম ধনঞ্জয়াদ্ভগবতঃ শ্রীলক্ষ্মণক্ষ্মাপতে-
রাবৃত্ত্যা নযুতা নিজস্য বয়সঃ প্রাপ্তা মহাপাত্রতা।
শব্দব্রহ্ম করোদরামলকবদ্ভোগোত্তরা সৎক্রিয়ে-
ত্যস্তি প্রার্থযিতব্যমস্য কৃতিনঃ কিঞ্চিন্ন সাংসারিকং॥
যেনাসীদজিতং ন সিন্ধুলহরী ধৌতাঞ্জনায়াং ক্ষিতৌ
যস্মাজ্জাতমভূন্ন সপ্তভুবনে নানাবিধং বাঙ্ময়ং।
দেবঃ স ত্রিজগন্ময়স্য মহিমা শ্রীলক্ষ্মণঃ ক্ষ্মাপতি-
র্নেতা যস্য মনীষিতাধিকপুরাঙ্কারোত্তরাঃ সম্পদঃ॥
বাল্যে খ্যাপিতরাজ-পণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বল-
চ্ছত্রোৎসিক্ত-মহামহত্তমপদং দত্বা নবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যমখিলক্ষ্মাপালনারায়ণঃ,
শ্রীমান্ লক্ষ্মণসেন-দেবনৃপতির্ধর্ম্মাধিকারং দদৌ॥"
(ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব)

নির্দ্দেশ করিয়াছেন PPP। (Journn. A. S. B. Part I. No. III. P. 139)

PPP "অম্বষ্ঠ-সম্বাদিকার" সহিত ইহার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। অম্বষ্ঠ-সম্বাদিকার মতে লক্ষ্মণসেন দিল্লীতে দশ বৎসর রাজত্ব করেন। কেশবসেন, লক্ষ্মণসেনের অনুজ এবং মাধবসেন, কেশবসেনের পুত্র।

তথাহি:—

"ততোলক্ষ্মণসেনোঽসৌ স্বয়ংদিল্লীশ্বরোঽভবৎ।
সমর্পয়ংস্তু রাঢ়াদিরাজত্বং কেশবেঽনুজে॥
* * * * * *
সাম্রাজ্যং লক্ষ্মণস্যাপি খচন্দ্রাব্দং ততঃপরং।
কেশবস্য রসাব্জাব্দং রাঢ়াদৌ মাধবো নৃপঃ॥
দিল্ল্যাং তেন প্রকারেণ কেশবে ত্রিদিবংগতে।
তৎপুত্রো মাধবঃ সম্রাট্ শান্তোদান্তশ্চ ধার্ম্মিকঃ॥"

(অম্বষ্ঠ-সম্বাদিকা। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)।

"অম্বষ্ঠ-সম্বাদিকা" তাদৃশ প্রামাণিক গ্রন্থ নহে। সুতরাং এই মত অন্যান্য মতের বিরোধী হইলেও তাদৃশ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

পরন্তু সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীযুত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুত মার্শম্যান্ সাহেবের মতানুবর্ত্তী হইয়া খ্রীঃ ১২০০ অব্দ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এটী সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। মার্শম্যান্ সাহেবের লিখন-ভঙ্গীতে স্পষ্ট প্রতীত হয়, তিনি মুসলমান ইতিহাস লেখকদিগের "লক্ষ্মণিয়ার" সহিত লক্ষ্মণসেনের অভেদ কল্পনা করিয়াছেন। বোধ হয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীও এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অন্যথা তিনি মার্শম্যা-

(৭)। বস্তুতঃ লক্ষ্মণসেনের সভামণ্ডপের দ্বারে প্রস্তর-ফলক-খোদিত যে একটী শ্লোক (৮) আছে, তদ্দর্শনে জানিতে পারা যায়, জয়দেব উক্ত রাজার পঞ্চরত্ন-সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন। ঐ শ্লোকে অপর যে কএকটী

---

(৭) লেথব্রীজ ও পোপ প্রণীত "ভারত ইতিহাসের" সহিত এবিষয়ের একতা দৃষ্ট হয়। উক্ত ইতিহাসে লিখিত আছে জয়দেব, খ্রীঃ দ্বাদশশতাব্দীতে "গীতগোবিন্দ" মহাকাব্যের প্রণয়ন করেন।" (Vide "History of India." By E. Lethbridge and The Rev. G. U. Pope Chapter I. P. 52)

(৮) "গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্যচ॥"

(সঙ্গীতসার। ৩০ পৃষ্ঠা।)

সের মতানুসারে খ্রীঃ ১২০০ অব্দ, লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াই তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতেন না।

(J. C. Marshman's "History of Bengal" Sec II. P. 7 and 8 ও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামি-প্রণীত "সঙ্গীতসার।" ৯০ পৃষ্ঠা দেখ।)

পণ্ডিতের নাম লিখিত আছে, জয়দেবপ্রণীত গীতগোবিন্দের প্রারম্ভেও তাঁহাদিগের নাম ও গুণাগুণের পরিচয় জানিতে পারাযায় (৯)। জয়দেব, লক্ষ্মণসেনের সভায় বর্ত্তমান না থাকিলে তৎপ্রণীত গ্রন্থে, অন্য নাতিপ্রসিদ্ধ-চারিরত্নের গুণাগুণের পরিচয় থাকা সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব হইত। এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সনাতন গোস্বামীর মত দৃঢ়তর হইতেছে বটে, কিন্তু অন্যান্য প্রমাণের সহিত ইহার ঐক্য হইতেছে না। যেহেতু, জয়দেবের জীবন-চরিত-সম্বন্ধীয় বিবরণ মধ্যে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভায় অবস্থানের কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেবল ইহাই নির্দ্দিষ্ট আছে যে, জয়দেব দস্যু কর্ত্তৃক হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া কোন রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি কোন্ দেশের

(৯) "বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং,
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তর-সৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধন-
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ॥"

রাজা, এবং ইহাঁর নামই বা কি, তাহার কোন উল্লেখ নাই। অপিচ, কোন কোন মতে, জয়দেব স্বনাম-খ্যাত-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক রামানন্দের মতাবলম্বী ছিলেন (১০)। এই রামানন্দ খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হয়েন (১১)। কেহ কেহ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তয়িতা রামানন্দকে রামানুজের (১২) শিষ্য বলিয়া জানেন। কিন্তু ইহা কোনও প্রকারে

---

(১০) Asiatic Researches. VOL. XVI. "A sketch of the Religious sects of the Hindus." By H. H. Wilson.

"ভারতবর্ষীয় উপাসক উপাসক সম্প্রায়"।

১ম ভাগ। ২৮-ও ২৯ পৃষ্ঠা।

"Travels of a Hindoo" VOL. 1. P. 56.

(১১) Asiatic Researches. VOL. XVI. P. 37.

(১২) স্মৃতিকালতরঙ্গের মতে, রামানুজ ১০৪৯ শকাব্দে (খ্রীঃ ১১২৭ অব্দে) বর্ত্তমান ছিলেন। কর্ণেল মেকেঞ্জী সাহেব অনুমান করেন, তিনি (রামানুজ) খ্রীঃ ১০০৮ অব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (Asiatic Researches VOL. IX.

যুক্তি-সিদ্ধ বোধ হয় না। রামানুজের শিষ্য-প্রণালীর যেরূপ বৃত্তান্ত প্রচলিত আছে, তদনু-সারে রামানন্দ, রামানুজের পরম্পরা-গত শিষ্য-

---

P. 270.)। ডাক্তার বুকানন্‌-সংগৃহীত বিবিধবিবরণ সমূহে খ্রীঃ ১০১০ ও ১০২৫ অব্দ রামানুজের আবির্ভাবের সময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে (Buchanan's Mysore VOL. II. P. 80.)। এবং অন্যস্থলে খ্রীঃ ১০১৯ অব্দও লিখিত দৃষ্ট হয় (Ibid. Chapter III. Page 413.)। শিল্পলিপিসমূহের প্রমাণে, রামানুজ ১০৫০ শকে (খ্রীঃ ১১২৮ অব্দে) বিদ্যমান ছিলেন (Ibid)। কর্ণাট রাজাদিগের চরিত্র-বর্ণনায় লিখিত আছে, চোলাধিপতি ত্রিভুবন চক্রবর্ত্তী ৪৬০ ফসলীতে অর্থাৎ ৯৭৪ বা ৭৫ শকে জীবিত ছিলেন। রামানুজ আচার্য্য সেই রাজার পুত্র বীর-পাণ্ড্য লোকের সমকালবর্ত্তী ছিলেন (Journ. A. S. B. VOL. VII. P. 128.)। ঐ পুস্তকে ইহাও লিখিত আছে, ৯৩৯ শকে (খ্রীঃ ১০১৭ অব্দে) রামানুজ আবির্ভূত হয়েন (Ibid)। কর্ণেল্ উইল্কস্ সাহেবের সংগৃহীত প্রমাণ সমূহ দর্শনে অনুমান হয়, রামানুজ ১১০৪ শকে (খ্রীঃ ১১৮২ বা ৮৩ অব্দে) জীবিত ছিলেন (Wilk's History of Mysore

শ্রেণীর মধ্যে চতুর্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন (১৩)। যথা; রামানুজের শিষ্য দেবানন্দ, দেবানন্দের শিষ্য হরিনন্দ, হরিনন্দের শিষ্য রাঘবানন্দ ও রাঘবানন্দের শিষ্য রামানন্দ (১৪)। এই বাক্যে বিশ্বাস করিলে রামানন্দ খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতা-

VOL I. P. 41, note and appendix.)। এই সমস্ত প্রমাণের মধ্যে শেষোক্ত প্রমাণই অপেক্ষাকৃত বলবৎ বোধ হইতেছে। অতএব খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে (শকাদিত্যের একাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে) রামানুজের আবির্ভাব হয়, এবং খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকরূপে বিখ্যাত হয়েন, একথা প্রমাণ-সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

(১৩) ১৭৭০ শকের "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"। এবং তৎপর প্রচারিত "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রায়"। প্রথম ভাগ। ১৯ পৃষ্ঠা।

(১৪) ভক্তমালের সহিত ইহার কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে। ভক্তমাল-মতে, প্রথম রামানুজ, দ্বিতীয় দেবাচার্য্য, তৃতীয় রাঘবানন্দ ও চতুর্থ রামানন্দ।

বীর লোক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়েন। কিন্তু এটী আবার অন্যমতে যুক্তি-সিদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইতেছে না। কারণ, রামানন্দের শিষ্য কবীর, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকরূপে বিখ্যাত ছিলেন (১৫)। সুতরাং তদীয় গুরু রামানন্দের, খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে, কি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান থাকা অধিকতর সম্ভাবিত (১৬)। জেনারেল কনিঙ্গহাম্, গেগ্রাউন্ (গঙ্গারন্) দেশের রাজা ও রামানন্দের শিষ্য পিপাজীর (১৭) সময়-নিরূপণ-পত্রিকা হইতে

---

(১৫) কবীর, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। "Asiatic Researches." VOL XVI. P. 56.

(১৬) রামানন্দ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। "Travels of a Hindoo." VOL. I. P. 56 & 57.

(১৭) ইনি (পিপাজী) খৃঃ১৩৬০ এবং ১৩৮৫ অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। "Travels of a Hindoo." VOL. I. P. 57.

গণনা পূর্ব্বক খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ, রামানন্দের আবির্ভাবের সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১৮)। এই প্রমাণানুসারে বোধ হয়, জয়দেব পঞ্চদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন! পরন্তু ইতিহাসবেত্তা শ্রীযুত এল্‌ফিষ্টনোন সাহেব, স্বপ্রণীত ভারত-ইতিহাসে, জয়দেবকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১৯) কিন্তু তিনি প্রমাণ ও বিশিষ্ট যুক্তি দ্বারা স্বমত দৃঢ়তর করেন নাই। যাহা হউক, যদি প্রাচীন অনুকারক রচয়িতৃগণকে, অনুকৃত রচনার স্বল্পাব্যবহিত বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত প্রমাণানুসারে এল্‌ফিনোষ্টনের মত কথঞ্চিৎ গ্রাহ্য হইতে পারে। বৈষ্ণবদাস-সঙ্কলিত পদকল্পতরুর

(১৮) "Travels of a Hindoo." VOL. I. P. 57.

(১৯) Hon. Mountstuart Elphinstone's "History of India". Book III. Chap: VI. P. 172.

এক স্থলে লিখিত আছে, চৈতন্যদেব ; জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণের রচিত পদাবলি শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন (২০)। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, জয়দেব ও বিদ্যাপতি প্রভৃতি, চৈতন্যের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভুত হইয়াছিলেন। বিদ্যাপতি যেরূপ চৈতন্য অপেক্ষা প্রাচীন ; সেইরূপ জয়দেবও বিদ্যাপতি অপেক্ষা প্রাচীন। কারণ, বিদ্যাপতি এক স্থলে জয়দেবের রচনার অবিকল ভাব লইয়া একটী গীতিকা লিখিয়া গিয়াছেন (২১)। জয়দেব, বিদ্যাপতির পূর্ব্বসাময়িক না হইলে এরূপ অনুকরণ নিতান্ত অসম্ভব

---

(২০) "জয় জয়দেব কবিনৃপতি-শিরোমণি বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডীদাস রসশেখর অখিল ভুবনে অনুপাম॥
যাকর রচিত মধুররস নিরমল গদ্য-পদ্যময় গীত।
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র আস্বাদিলা রায় স্বরূপ সহিত"॥
(পদকল্প-তরু)

(২১) বিরহ-বিধুর কৃষ্ণ, আক্ষেপ-সহকারে অনঙ্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন ঃ—

"হৃদি বিষলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ,
কুবলয়-দল-শ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।
মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়াবিরহিতে ময়ি,
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যানঙ্গ ! ক্রুধা কিমু ধাবসি ॥"

(গীতগোবিন্দ। তৃতীয় সর্গ।)

জয়দেব-কৃত উক্ত কবিতার ভাব লইয়া, বিদ্যাপতি লিখিয়াছেনঃ—

" কতি হুঁ মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহু শঙ্কর হুঁ বর-নারী ॥
নাহি জটা ইহ বেণী-বিভঙ্গ।
মালতী-মাল শিরে নহ গঙ্গ ॥
মোতিমবন্ধমৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ সিন্দুরবিন্দু ॥
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদসার।
নহ ফণিরাজ উরে মণিহার ॥
নীল-পটাম্বর নহ বাঘছাল।
কেলিকমল ইহ না হয় কপাল ॥
বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুচ্ছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহ মলয়জ-পঙ্ক ॥"

জয়দেবের এই ভাব এত প্রচরদ্রূপ হইয়া উঠে যে, অপেক্ষাকৃত নব্যসময়ের প্রসিদ্ধ "কবিওয়ালা" রামবসুও উহার অনুকরণে ত্রুটি করেন নাই। যথা;—

মহড়া—"হর নই হে, আমি যুবতী।
কেন জ্বলাতে এলে রতি-পতি॥
কোরোনা আমার দুর্গতি।
বিচ্ছেদে লাবণ্য, হোয়েছে বিবর্ণ,
ধোরেছি শঙ্করের আকৃতি॥

চিতেন—ক্ষীণ দেখে অঙ্গ, আজ অনঙ্গ,
একি রঙ্গ হে তোমার।
হর ভ্রমে শরাঘাত, কেন করিতেছ বারে বার॥
ছিন্ন ভিন্ন বেশো, দেখে কও মহেশো,
চেননা পুরুষো প্রকৃতি॥

অন্তরা—হায় শম্ভু-অরি, ভেবে ত্রিপুরারি,
বৈরী হ'ওনা আমার।
বিচ্ছেদে এদশা, বিগলিত-কেশা,
নহে এতো জটাভার॥

চিতেন—কণ্ঠে কালকূট নহে, দেখ পোরেছি নীলরতন।
অরুণো হোল নয়ন, কোরে পতি-বিরহে রোদন।
এ অঙ্গ আমারো, ধূলায় ধূসরো,
মাখি নাই মাখি নাই বিভূতি॥"

বিত হইত। চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে (খ্রীঃ ১৪-৮৫ অব্দে) প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন (২২); এবং বিদ্যাপতি ইহার শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৩০০ শকে (খ্রীঃ ১৩৭৮ অব্দে) অথবা তৎসন্নিহিত সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন (২৩)। এই গণনানুসারে, খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জয়-

---

(২২) "শাকে চতুর্দ্দশশতে রবিবাজি-যুক্তে,
গৌরো হরি র্ধরণিমণ্ডল আবিরাসীৎ।"

(চৈতন্য চন্দ্রোদয়।)

(২৩) বিদ্যাপতি কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার নির্ণয় করিতে পারাযায় না। অনেকে অনুমান করেন, তিনি চৈতন্যদেবের শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এই অনুমানানুসারেই ১৩০০ শক, বিদ্যাপতির আবির্ভাবের সময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। বিদ্যাপতিকৃত পদাবলির ভণিতায়, শিবসিংহ নামক কোন রাজার নাম ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও বিবরণ পাওয়া যায়না:—

"কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরাণে॥"

(পদকল্প-তরু। ২৬৫)

দেবের আবির্ভাব অসম্ভাবিত নয়। অপিচ, জয়দেবের রচনা, সংস্কৃত ও বাঙ্গালার মধ্যবর্ত্তিনী। জয়দেব স্বীয় মহাকাব্যে যে সকল ছন্দের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা প্রাচীনকালীন কোনও সংস্কৃত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। বোধ হয় জয়দেব-প্রবর্ত্তিত-ছন্দের অনুকরণেই বাঙ্গালাপয়ার ও ত্রিপদীর উৎপত্তি হইয়াছে। (২৪) বস্তুতঃ গীত-

---

"ভণয়ে বিদ্যাপতি অপরূপ মুরতি রাধারূপ অপারা।
রাজা শিবসিংহ রূপ-নারায়ণ একাদশ অবতারা॥"

(পদকল্প-তরু। ২৮৩)

(২৪) নিম্নলিখিত কতিপয় সঙ্গীত দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইবে, বাঙ্গালা-পয়ার ও ত্রিপদী, গীতগোবিন্দ-গীতাবলির ছন্দেরই অনুকরণ মাত্র। তথাহিঃ—

"সরস-মসৃণমপি, মলয়জ-পঙ্কং।
পশ্যতি বিষমিব, বপুষি সশঙ্কং।
শ্বসিতপবন মনু,-পম পরিণাহং।
মদনদহন মিব, বহতি সদাহং॥"

(গীতগোবিন্দ। চতুর্থ সর্গ।)

গোবিন্দগীতাবলি, যেরূপ বঙ্গীয় কামিনীজনের কমনীয়-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত শ্রুতিবিনোদন বাক্যে গ্রথিত হইয়াছে, তাহাতে প্রতীয়মান হয়, জয়-দেবের সমকালে বাঙ্গালা ভাষা এক প্রকার প্রচরদ্রূপ হইয়া উঠিয়াছিল। "চল সখি কুঞ্জং"*

---

*এই চ্ছন্দোবদ্ধসঙ্গীত মাত্রা-গণনানুসারে রচিত হইয়াছে। ইহার অষ্টম মাত্রার পর যতি ও উভয় অর্দ্ধের শেষ-বর্ণে মিল দৃষ্ট হইতেছে। অতএব বলা যাইতে পারে, এই গীতময় বৃত্ত হইতেই বাঙ্গালা পয়ারের সৃষ্টি হইয়াছে।

ত্রিপদী। যথা;—

"পততি পতত্রে, বিচলতি পত্রে,
শঙ্কিতভবদুপযানং।
রচয়তি শয়নং সচকিত-নয়নং,
পশ্যতি তব পন্থানং॥
মুখরমধীরং, ত্যজমঞ্জীরং,
রিপুমিব কেলিসুলোলং।
চল সখি কুঞ্জং, সতিমিরপুঞ্জং,
শীলয় নীলনিচোলং॥"

(গীতগোবিন্দ। পঞ্চম সর্গ।)

প্রভৃতি বাক্য এবিষয়ের প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। এই বাক্যের অন্তস্থিত অনুস্বারের লোপ করিলে, উহা বাঙ্গালা ভাষার সহিত অভেদ হইয়া যায়। কোন্ সময়ে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হয়, তাহার নির্ণয় করা অতি দুঃসাধ্য। "এসিয়াটীক-সোসাইটীতে" "ত্রিপুরা-রাজাবলি" নামে একখানি বাঙ্গালা পুস্তক সংরক্ষিত আছে। উহা নয়শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া কথিত (২৫)। সুতরাং ইহার পূর্ব্বেও বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে। কেহ কেহ খ্রীষ্টীয় নবম কি দশম শতাব্দী, (২৬) বঙ্গভাষার উৎপত্তিকাল

[২৫] "সাহিত্য-প্রবেশ"। বঙ্গভাষাপ্রকরণ।

[২৬] তন্ত্রশাস্ত্রে বঙ্গীয় বর্ণমালার বর্ণনা [১] দেখিয়া, অনেকে বাঙ্গালা ভাষাকে নিতান্ত প্রাচীন বলিয়া মনে

(১) "অধুনা সম্প্রবক্ষ্যামি ককারতত্ত্বমুত্তমং।
বামরেখা ভবেদ্ ব্রহ্মা বিষ্ণু দক্ষিণয়োর্থিকা॥
অধোরেখা ভবেদ্ রুদ্রো মাত্রা সাক্ষাৎ সরস্বতী।
কুণ্ডলী অঙ্কুশাকারা মধ্যে শূন্যঃ সদাশিবঃ॥

বলিয়া নির্দ্দেশ করেন (২৭)। এই ভাষাবিৎ পণ্ডিত-দিগের মতে বঙ্গভাষা অবস্থাত্রয়-সম্পন্ন। তন্মধ্যে উৎপত্তি-কাল হইতে, ১৪০৭ শক (খ্রীঃ ১৪৮৫

করিতে পারেন। কারণ, যাবতীয় তন্ত্রশাস্ত্রই শিবপ্রোক্ত ও নিতান্ত প্রাচীন বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচলিত। কিন্তু বস্তুতঃ তন্ত্রশাস্ত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ—এত আধুনিক যে, কোন কোন তন্ত্রে ইউরোপীয়লোক ও লণ্ডন নগরের নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় *। স্বপ্রণীত-গ্রন্থ শিবপ্রোক্ত বলিয়া প্রচার করিলে, তাহা জনসমাজে মাননীয় ও আদরণীয় হইবে বলিয়াই বোধ হয় তন্ত্রকারগণ ঐরূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

[২৭] "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব"। ৩ ও ২৪ পৃষ্ঠা দেখ।

ঊর্দ্ধকোণে স্থিতা কামা ব্রহ্মশক্তি[illegible]।
বামকোণে স্থিতা জ্যেষ্ঠা বিষ্ণুশক্তির্বিতীরিতা।
দক্ষকোণে স্থিতা বিন্দু রৌদ্রী সংহারকারিণী।
ত্রিকোণমেতৎ কথিতং" ইত্যাদি।

(কামধেনু তন্ত্র।).

* "পূর্ব্বাম্নায়ে নবশতং ষড়শীতিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ফিরঙ্গভাষয়া তন্ত্রাস্তেষাং সংসাধনাদ্ভুবি॥
অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষ্বপরাজিতাঃ।
ইংরেজা নব ষট্ পঞ্চ লণ্ড্রজাশ্চাপি ভাবিনঃ॥"

(মেরুতন্ত্র।)

অব্দে) পর্য্যন্ত ইহার প্রথমাবস্থা (২৮)। জয়দেব বাঙ্গালা ভাষার এই প্রথমাবস্থায় বর্ত্তমান ছিলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে; জয়দেব, বিদ্যা-পতি ও চৈতন্যদেবের পূর্ব্ব-সাময়িক। সুতরাং ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ, কি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ, তাঁহার উৎপত্তি কাল বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। যাহাহউক; অনেকেই কেবল অনুমানের বশবর্ত্তী হইয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট কোন সময়ই আশানুরূপ প্রমাণ-গর্ভ নহে। সুতরাং এতদ্বিষয়ে মাদৃশজনের বাগ্‌জাল বিস্তার করা নিরবচ্ছিন্ন প্রগল্ভতা প্রদর্শন মাত্র। তবে যদি প্রাচীন পণ্ডি-তের মতই অপেক্ষাকৃত আদরণীয় হয়, তাহা হইলে সনাতন গোস্বামীর নির্দ্দিষ্ট সময়কেই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য।

জয়দেবের বাল্যাবস্থার বিবরণ নিতান্ত অপ-

---

(২৮) "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব"। ২৬ পৃষ্ঠা।

রিজ্জেয়। কেহ কেহ (২৯) লিখিয়াছেন, জয়দেব (গীতগোবিন্দকার) পঠদ্দশায় এক এক পক্ষান্তে স্বীয় গুরুর নিকট পাঠ গ্রহণকরিতেন বলিয়া "পক্ষধর মিশ্র" নামে অভিহিত হয়েন। "সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্যের" ভূমিকায় শ্রীযুত ফিটজ্ এড্ওয়ার্ড হল্ সাহেব ও এই জয়দেবকে "পক্ষধর মিশ্র" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৩০)। কিন্তু "পক্ষ-ধর মিশ্র" গীতগোবিন্দকার জয়দেবের উপাধি নহে। এটী প্রসন্নরাঘবকার জয়দেবেরই উপাধি। গীতগোবিন্দকার এবং প্রসন্নরাঘবকার, উভয়েই বিভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। প্রসন্নরাঘব-কর্ত্তা জয়দেব, স্বীয় নাটকের প্রস্তাবনায় আপনাকে "তার্কিক" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৩১)। "চিন্তামণির

---

[২৯] কাব্যকলাপ-সম্পাদক পণ্ডিত হরিদাস হীরাচাঁদ।

[৩০] উক্ত ভূমিকার ৬৩ পৃষ্ঠা।

[৩১] "——নন্বয়ং প্রমাণ-প্রবীণোঽপি শ্রূয়তে। তদিহ চন্দ্রিকাচণ্ডাতপয়োরিব কবিতাতার্কিকত্বয়োরেকাধি-করণতামালোক্য বিস্মিতোঽস্মি।"

(প্রসন্নরাঘবের প্রস্তাবনা।)

আলোক” (শব্দখণ্ড) নামক ন্যায়-গ্রন্থের টীকা, “পক্ষধর মিশ্র”-কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে (৩২)। সুতরাং “পক্ষধর মিশ্র” প্রসন্নরাঘব-কর্ত্তা জয়-দেবের উপাধি বলিয়া নির্দ্দেশ করাই অপেক্ষাকৃত যুক্তি-সিদ্ধ। গীতগোবিন্দ-কর্ত্তা জয়দেবের ন্যায়-গ্রন্থপ্রণয়নের প্রমাণ, কোন স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ন্যায়-নির্ব্ব্যূঢ়-মতির কঠোর লেখনী হইতে গীতগোবিন্দসদৃশ সুললিত-কাব্য বিনির্গত হওয়া সম্ভাবিত নহে।

জয়দেব অচিরাৎ সংসারাশ্রমে বিরাগী হইয়া পরিব্রাজকতায় নিযুক্ত হয়েন। কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্বও গ্রহণ করে। জয়দেব গৃহপরি-ত্যাগপূর্ব্বক শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া ধর্ম্ম ঘোষণা করিতে লাগিলেন। সুবিখ্যাত চৈতন্যদেব জাতিভেদ উচ্ছেদ করিয়া

[৩২] “যজ্ঞপত্যুপাধ্যায়ছাত্রঃ পক্ষধরমিশ্রশ্চিন্তামণেরালোককারঃ।”

(শব্দকল্পদ্রুম। দ্বিতীয় খণ্ড। ১৭৯১ পৃষ্ঠা।

যে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন; জয়দেবও সেইরূপ সম্প্রদায় নিবদ্ধ করিতে সবিশেষ প্রয়াসবান্ হইয়াছিলেন। যাহাহউক, জয়দেব সম্প্রদায় প্রবর্ত্তয়িতা অপেক্ষা কবিনামেই অধিকতর প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছেন।

জয়দেবের বিবাহ-বিবরণ নিতান্ত অদ্ভুত। একজন ব্রাহ্মণ অনপত্যতা নিবন্ধন বহুকাল জগন্নাথদেবের আরাধনা করিয়া একটী কন্যা লাভ করেন। ব্রাহ্মণ, দুহিতার নাম পদ্মাবতী রাখিয়া যথাবিধি লালন পালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিবাহযোগ্যকালে আত্মজাকে জগন্নাথদেবের নামে উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিতেছিলেন; পথিমধ্যে জগন্নাথ কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইলেন যে, "জয়দেব নামে আমার একজন সেবক, সম্প্রতি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহাকেই তুমি স্বদুহিতা সম্প্রদানকর।" ব্রাহ্মণ এই আদেশানুসারে আত্মজাসহ জয়দেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। যতিবেশধারী জয়দেব গার্হস্থ্যাশ্রম পরি-

ত্যাগ করিয়াছিলেন; সুতরাং দারপরিগ্রহ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া কুমারীকে তাঁহার (জয়দেবের) নিকট রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। জয়দেব কিঙ্কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া কামিনীকে তদীয় অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলে, পদ্মাবতী উত্তর করিলেনঃ—"যখন আমি পিতৃ-গৃহে ছিলাম, তখন কেবল তাঁহারই আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কালক্ষেপ করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে তিনি আমাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। অতএব আপনার সেবা ও তুষ্টিসাধন ব্যতীত আমার কোন কর্ত্তব্যান্তর নাই। আপনি পরিত্যাগ করিলেও আমি আপনার চরণ-সেবিকা হইয়া থাকিব" (৩৩)। জয়দেব

[৩৩] "পিতা সমর্পিল আর জগন্নাথ-আজ্ঞা।
তুমি মোর স্বামী মোর এইত প্রতিজ্ঞা॥
তুমি যদি কর ত্যাগ আমি না ছাড়িব।
কায়মনোবাক্যে তব চরণ সেবিব॥"
(ভক্তমালে। দ্বাদশমালা।)

উপায়ান্তরাভাবে পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ, পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কথিত আছে, এই সময়ে তিনি আরাধ্য নারায়ণ-বিগ্রহ স্বগৃহে প্রতিষ্ঠাপিত করেন।

মহাত্মা জয়দেব, বিধিনির্ব্বন্ধবশতঃ এইরূপে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় কবিত্বরত্নের-নিকষভূত "গীতগোবিন্দ" মহাকাব্য রচনা করেন। পণ্ডিত হরিদাস হীরাচাঁদ, স্বমুদ্রিত-গীতগোবিন্দের ভূমিকায় লিখিয়াছেন; জয়দেব, "গীতগোবিন্দ" ব্যতীত, "চন্দ্রালোক" অলঙ্কার, "প্রসন্নরাঘব" নাটক এবং একখানি সামান্য ন্যায়গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। একথা সম্পূর্ণ অশ্রেদ্ধয়। "চন্দ্রালোক" অলঙ্কার পীয়ূষবর্ষপ্রণীত (৩৪)। "প্রসন্নরাঘব" নাটক যে অন্যএক জয়দেবের কৃত, এবং সেই জয়দেবই যে নৈয়ায়িক ছিলেন, তাহা এই প্রস্তাবের স্থলান্তরে প্রতিপন্ন করা হই-

---

[৩৪] পণ্ডিত মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন-মুদ্রিত কাব্যপ্রকাশ-ভূমিকার ৩ পৃষ্ঠা।

য়াছে। বিশেষতঃ প্রসন্নরাঘবকার জয়দেব, স্বপ্রণীত নাটকের প্রস্তাবনায়, বিদর্ভ-নগরবাসী ও মহাদেব-তনয় বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন (৩৫)। সুতরাং এই জয়দেবের সহিত কেন্দুবিল্ব-প্রভব ভোজদেব-তনয় জয়দেবের অভেদ কল্পনা করা যাইতে পারেনা। "গীতগোবিন্দ" ও "প্রসন্নরাঘবের" রচনা দেখিলেই বোধহয়, এই দুইগ্রন্থ একজনের লেখনী-বিনির্গত নহে। কেবল নামের সৌসাদৃশ্যানুসারেই "প্রসন্নরাঘব," গীতগোবিন্দকার জয়দেবের রচিত বলিয়া, বিদর্ভবাসী জয়দেবের কবিকীর্ত্তি লোপ করা নিতান্ত অন্যায় ও অযৌক্তিক।

জয়দেব পত্নীসহ কিছুকাল গৃহে অবস্থান

(৩৫) "বিলাসো যদ্ বাচামসমরস-নিষ্যন্দ-মধুরঃ
কুরঙ্গাক্ষী-বিম্বাধর-মধুর-ভাবং গময়তি।
কবীন্দ্রঃ কৌণ্ডিন্যঃ-স তব জয়দেবঃ শ্রবণয়ো
রযাসীদাতিথ্যং ন কিমিহ মহাদেব-তনয়ঃ॥"
(প্রসন্নরাঘবের প্রস্তাবনা।)

করিয়া, স্বীয় আরাধ্য দেবমূর্ত্তির উদ্দেশে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানার্থ ধন সঞ্চয় করিতে, পুনর্ব্বার পরিভ্রমণে মনোনিবেশ করিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ কতিপয় মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভাগ্যদোষে তাঁহার বাসনা সম্পূর্ণরূপে ফলবতী হয় নাই। তিনি কেবল বৃন্দাবন ও জয়পুরে গমন করিয়াছিলেন (৩৬)। পরিশেষে দস্যুগণ, তাঁহাকে পথিমধ্যে আক্রমণ পূর্ব্বক নিতান্ত দুরবস্থান্বিত করতঃ তদীয় সঞ্চিত মুদ্রা লইয়া প্রস্থান করে। প্রথিত আছে, দস্যুগণ জয়দেবের হস্তপদ ছেদন করিয়াছিল। অবশেষে একজন রাজা জয়দেবকে পথিমধ্যে তদবস্থ

---

(৩৬) "বৃন্দাবন ধাম দেখি পুলক হইলা।
কেসিঘাট-সন্নিধানে আনন্দে থাকিলা।
* * * * *
কবিরাজ অপ্রকটে বহুকাল পরে।
ঠাকুর লইয়া রাজা গেলা জয়পুরে॥"
(ভক্তমাল। দ্বাদশমালা।)

দেখিতে পাইয়া আপনার রাজধানীতে আনয়ন করেন, এবং বিশিষ্ট শুশ্রূষা পূর্ব্বক তাঁহার সুস্থতা সম্পাদিত করেন। ইহার কতিপয় দিবস পরে পূর্ব্বোক্ত দস্যুগণ, পরিব্রাজক যতিবেশে আপনাদিগকে প্রচ্ছন্ন করিয়া উল্লিখিত রাজ-ধানীতে সমুপস্থিত হয়। জয়দেব, তাহাদিগকে স্বধনাপহারক বলিয়া চিনিতে পারিলেন। এই সময়ে তিনি অনায়াসেই প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার নির্ম্মল-আত্ম-প্রসাদ-বিলসিত করুণাপূর্ণ অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ক্রোধের আবির্ভাব হইল না; প্রত্যুত যথো-চিত দয়া প্রদর্শন পূর্ব্বক অর্থ দিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। রাজার দুইজন অনুচর, তাহাদিগকে উক্ত-রাজাধিকৃত রাজ্যের সীমাপর্য্যন্ত রাখিয়া আসিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইল। আত-তায়ীর প্রতি এইরূপ সৌজন্য প্রদর্শন নিতান্ত অশ্রুতপূর্ব্ব। এই ঘটনাটী জয়দেবের ক্ষমাগুণের বিলক্ষণ পরিচায়ক।

এই জন-শ্রুতি প্রসঙ্গে, "ভক্তমালের"

দ্বাদশ মালায় এবং "এসিয়াটিক রিসার্চ্চেস্" নামক পুস্তকের ষোড়শ খণ্ডে, জয়দেবের দস্যু-চ্ছিন্ন হস্তপদের পুনরুত্থান-বিষয়ক একটী অদ্ভুত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। তাহা এইস্থলে বর্ণনকরা অসাময়িক ও অসঙ্গত হইবেনা বলিয়া যথাবৎ বিবৃত হইল। পূর্ব্বোক্ত অনুচরদ্বয়, দস্যুদিগকে জয়দেব কর্ত্তৃক পরিচিত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা উত্তর করিলঃ—"আমরা পূর্ব্বে এক রাজসংসারে জয়দেবের অধীনে নিযুক্ত ছিলাম। রাজা কোন অপরাধে জয়দেবের মৃত্যু-দণ্ড ব্যবস্থা করিয়া তৎসম্পাদনের ভার আমাদি-গের প্রতি সমর্পণ করেন। আমরা করুণা-পর-তন্ত্রতা নিবন্ধন তাঁহাকে একবারে প্রাণ-বিযুক্ত না করিয়া, কেবল হস্তপদ চ্ছেদন করিয়াছিলাম। সেই কৃতজ্ঞতা প্রযুক্ত ব্রাহ্মণ আমাদিগের প্রতি এইরূপ সদয়হৃদয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন"। দস্যু গণ, এই কথা বলিবামাত্র, অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবী দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে স্বকুক্ষিগত করি-লেন। অনুচরদ্বয় এই ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত

বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রাজসমীপে আগমন পূর্ব্বক সমুদয় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিল। এই সময়ে ধার্ম্মিকবর জয়দেবেরও হস্তপদ পুনরুত্থিত হইয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। রাজা, ইহাতে নিতান্ত চমৎকৃত হইয়া কারণ-জিজ্ঞাসু হইলে, জয়দেব তাঁহার নিকট দস্যুঘটিত সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলেন। বোধ হয়, জয়দেবের সদয়-হৃদয়তা নিবন্ধন এই অদ্ভুত উপান্যাসটী বিরচিত হইয়া থাকিবে। ফলতঃ ধর্ম্মবিৎ জয়দেব যেরূপ পবিত্রহৃদয় ও দয়াবান্ ছিলেন, তাহাতে এপ্রকার উপন্যাস প্রচরদ্রূপ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

জয়দেব, আবাসবাটী হইতে পত্নীকে আনয়ন করিয়া তাঁহার সহিত পূর্ব্বোক্ত রাজধানীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট দশা-বিপর্য্যয় উল্লঙ্ঘন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। এই সময়ে তাঁহার ভার্য্যা পদ্মাবতী, অকস্মাৎ আত্মঘাতিনী হইলেন। এই আত্ম-হত্যার কারণ পরিজ্ঞাত নহে। "ভক্তমাল" গ্রন্থে লিখিত

আছে, জয়দেবের মিথ্যা মৃত্যু-সমাচার প্রাপ্ত হইয়া পতিপ্রাণা পদ্মাবতী দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরিশেষে জয়দেব তাঁহাকে "কৃষ্ণ নাম" শ্রবণ করাইয়া পুনর্জ্জীবিতা করেন (৩৭)। যাহা হউক, জয়দেব এই দুর্ব্বিপাক হেতু জন্মভূমি কেন্দুলি গ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ইহার পর তদীয় জীবন মধ্যে কোন বিশেষ ঘটনা সম্ব-

(৩৭) "মিথ্যা করি গোসাঁইর মৃত্যু সমাচার।
রাণী কহে পদ্মা আগে করি লোক দ্বার॥
শুনি মাত্র পরাণ বিয়োগ হইল তার।
রাণী অপরাধী হয়ে করে হাহাকার॥

* * * * *

ভয়ে কম্পবান্ নৃপে দিলা সমাচার।
রাজা বহু রাণীরে করিলা তিরস্কার॥
গোঁসাইর চরণে পড়িয়া রাজা কহে।
গোঁসাই কহেন রাজা চিন্তা কিবা তাহে॥
মৃত-সঞ্জিবনী মন্ত্র——কৃষ্ণনামাক্ষর।
কর্ণে শুনাইলে হবে পরাণ সঞ্চার॥
এতেক কহি সাধু গেল তাহার নিকটে।
কৃষ্ণ কহো বলিতেই চমকিয়া উঠে"॥
(ভক্তমাল। দ্বাদশমালা।)

টিত হয় নাই। জয়দেব, স্বীয় জন্মভূমিতেই ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া স্বীয় জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি কোন্ সময়ে দেহ পরিত্যাগ করেন, তাহার নির্ণয় করা সুকঠিন। কেন্দুলির সমাজ স্থলে, (৩৮) জয়দেবের মৃতদেহ সমাহিত হয়। এই স্থলে তাঁহার সমাধি-মন্দির অদ্যাপি বিরাজমান আছে। এই মন্দির মনোহর-নিকুঞ্জ-পরিবেষ্টিত হইয়া সুশোভিত রহিয়াছে।

এরূপ কিম্বদন্তী আছে; জয়দেব, প্রতি দিবস ভাগীরথীতে স্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইতেন। ভাগীরথী তখন তদীয় বাস-গ্রাম কেন্দুলি হইতে অষ্টাদশ ক্রোশ দূরবর্ত্তিনী ছিলেন।

(৩৮) সমাজস্থলে পরম ভাগবত বৈষ্ণবদিগের মৃতদেহ সমাহিত ও এক একটী সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াথাকে। বৈষ্ণবগণ তথায় সমবেত হইয়া "হরিসঙ্কীর্ত্তন" প্রভৃতি করিযা থাকেন। "সমাজ" বৈষ্ণবদিগের পরম পবিত্রস্থান।

ইহাতে জয়দেবের পর্য্যটন-ক্লেশ দর্শনে, দেবী প্রসন্ন হইয়া কহিলেন "বৎস! প্রতি দিবস তোমার এতাদৃশ ক্লেশ স্বীকারের প্রয়োজন নাই। আমিই ত্বদীয় আবাস-গ্রামের সমীপবর্ত্তিনী হইতেছি।" জয়দেব এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। তদনুসারেই ভাগীরথী এক্ষণে কেন্দুলি-প্রান্ত বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। (৩৯)

জয়দেব নিতান্ত করুণ-হৃদয় ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। ভক্তি-বিলসিত মহত্ত্বচ্ছটা ও অনুপম-প্রীতি-ব্যঞ্জক উদারভাব, উভয়ই তাঁহার অন্তঃকরণে নিরন্তর প্রতিভাসিত হইত। তিনি স্বীয় জীবনার্দ্ধকাল, কেবল উপাসনা ও ধর্ম্মঘোষণাতেই অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মধ্যে তাঁহার ন্যায় পরম ভাগবত নিতান্ত বিরল

(৩৯) শ্রীযুত হোরেস্ হেমেন্ উইলসন্ সাহেবের সংগৃহীত প্রমাণানুসারে এটী লিখিত হইল। কিন্তু বস্তুতঃ কেন্দুলি গ্রাম, অজয়নদের উত্তর তীরবর্ত্তী। এই নদ যে ভাগীরথীর করদ, তাহা এই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রমিত হইয়াছে।

ছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এতাদৃশ মহানুভাব ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত ধারাবাহিক রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যদি জয়দেব-চরিত কতিপয় কিম্বদন্তী-মূলক না হইয়া, পুস্তকাদিতে প্রকৃষ্ট-পদ্ধতিক্রমে নিবদ্ধ থাকিত; তাহা হইলে তাহা পৃথিবীস্থ যাবতীয় সহৃদয়গণে উপকার সাধন করিত, সন্দেহ নাই।

জয়দেব অতি সৎকবি ছিলেন। বঙ্গদেশে তাঁহার ন্যায় সদ্ভাব-সম্পন্ন কবি অদ্যাপি প্রাদুর্ভূত হয়েন নাই। যদিও জয়দেব; কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি প্রভৃতি কবিশ্রেষ্ঠ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহেন, তথাপি তাঁহাকে সামান্য বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে না। "ললিত-পদ-বিন্যাস" ও "শ্রবণ-মনোহর অনুপ্রাসচ্ছটা" নিবন্ধন জয়দেবের রচনা নিতান্ত চমৎকারিণী ও হৃদয়-গ্রাহিণী। ভবভূতি, ভারবি প্রভৃতি কবি প্রধানগণও রচনা বিষয়ে এতাদৃশ চিত্তবিমোহিনী শক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। কিন্তু জয়দেব, রচনা-বিষয়ে যেরূপ অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া

গিয়াছেন, যদি উদ্ভাবনীশক্তি তদনুযায়িনী হইত; তাহা হইলে তিনি কবিত্ব বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর আসন পরিগ্রহ করিতে পারিতেন। যাহাহউক; এইরূপ অভাব থাকিলেও জয়দেবকে; মুরারিমিশ্র, ভট্টনারায়ণ, দণ্ডী প্রভৃতি অপেক্ষা, প্রধান কবি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, সন্দেহ নাই।

জয়দেব-প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ "গীতগোবিন্দ" গ্রন্থ, দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত। ইহাতে রাধিকার বিরহ, মান, মানভঙ্গার্থ কৃষ্ণের অনুনয় ও উভ-য়ের মিলন প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণ-ঘটিত বিষয় বর্ণিত আছে। জয়দেব পরম বৈষ্ণব ছিলেন, সুতরাং প্রগাঢ়-ভক্তি-যোগ সহকারে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। জয়দেব এই মহা-কাব্যে, স্বীয় রসশালিনী রচনাশক্তি ও চিত্তরঞ্জক সদ্ভাব-শালিত্বের একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। মহামহিম পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্বপ্রণীত "সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র-বিষয়ক প্রস্তাবের" ৪১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেনঃ—

"এই মহাকাব্যের (গীতগোবিন্দের) রচনা যেরূপ মধুর, কোমল ও মনোহর, সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ রচনা অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এরূপ ললিত-পদ-বিন্যাস, শ্রবণ-মনোহর অনুপ্রাসচ্ছটা ও প্রসাদ গুণ কুত্রাপি লক্ষিত হয় না"।

ফলতঃ রচনাবিষয়ে জয়দেবের গীতগোবিন্দ এক অপূর্ব্ব পদার্থ। গীতগোবিন্দ আদ্যোপান্ত সঙ্গীতময়। কেবল গ্রন্থের সূচনা এবং সমাপিকাতে কএকটী কবিতা ও প্রত্যেক সঙ্গীতের প্রারম্ভে অবতারণা-সূচক, এবং সমাপিকাতে সমাপ্তি-সূচক এক একটী শ্লোক রচিত হইয়াছে। গীতগুলিতে মূর্চ্ছনা, তান, লয় প্রভৃতির বিলক্ষণ সমাবেশ আছে। কলাবতগণ ভাষাসঙ্গীতের ন্যায় গীত-গোবিন্দের গান করিয়া থাকেন।

এই গীতগোবিন্দ-গীতাবলির রচনা যদ্রূপ হৃদয়-গ্রাহিনী বর্ণনাও তদ্রূপ সৌষ্ঠব-শালিনী। ইংলণ্ডীয় মহাকবি মিল্টন্ চিরবসন্ত-বিরাজিত "টাস্‌কনি" প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া "ইডেন্"

উদ্যানের চিত্তহারিণী শোভা বিচিত্রিত করিয়া গিয়াছেন——কবিশ্রেষ্ঠ ভব-ভূতি ভারত-মধ্য-বিলসিত বিন্ধ্যাচল পম্পাসরোবর প্রভৃতি অব-লোকন করিয়া, তাহাদিগের বর্ণনা সহৃদয়-জন-মনোহারিণী স্বভাবোক্তি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া-ছেন। বঙ্গকবি-কুল-তিলক জয়দেবও দেশ-পর্য্যটন সময়ে নীলিমবিভাসিত-কালিন্দীতটবর্ত্তী বৃন্দাবনের মরকতসবর্ণ তমাল-রাজি——লাস্য-প্রিয় শিখি-সমূহের আখণ্ডল-চাপ-সদৃশ বর্হ-সৌন্দর্য্য——উদ্ভ্রান্ত-হারীত-সঙ্কুল অভিমুক্তলিঙ্গিত রসালবন—প্রফুল্ল-পুষ্প-সমাচ্ছন্ন নীপ-শ্রেণী——শৈলেয়-সুরভি গোবর্দ্ধন-কন্দর——মলয়-বাতা-ন্দোলিত লবঙ্গলতা এবং তদুপরি পরিভ্রমমান অলি-কুল-মালার নয়নরঞ্জন দৃশ্য অবলোকন করিয়া-ছিলেন। অপিচ, বঙ্গভূমির একটী সুরম্য-প্রদেশ——বীরভূমিতে তাঁহার জীবনকাল অতি-বাহিত হইয়াছিল। এই স্থানও নবপল্লব-বল্লরি-রাজি-সুশোভিত মধুশ্রীতে নিতান্ত রমণীয়। জয়দেব সেই সমস্ত সুশোভন প্রাকৃতিক দৃশ্য

সন্দর্শন পূর্ব্বক কৃষ্ণ-প্রণয়িনী রাধিকার নিকুঞ্জ-বন, অনন্ত বাসন্ত আমোদে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। ফলতঃ, কেবল কুহকিনী কল্পনার আশ্রয় না লইয়া স্বচক্ষে নিসর্গ-পট দর্শন করিলে বর্ণনা কীদৃশ রসশালিনী হয়; গীতগোবিন্দ প্রভৃতি তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। যে সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশ হীনাবস্থাপন্ন ছিল, সে সময়েও ইহার একটী অপ্রসিদ্ধ পল্লী——কেন্দুবিল্ব হইতে সঙ্গীত-প্রস্রবণ বিনির্গত হইয়া শ্রুতিবিনোদন-স্বরে সমুদয় ভারতভুমি বিমোহিত করিয়াছে। এক্ষণে সেই প্রস্রবণ দিগন্ত-প্রসারী ও শতধা-বিস্তীর্ণ হইয়া, যাবতীয় সহৃদয়গণের শ্রবণে অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে। এই নিমিত্তই গীত-গোবিন্দের এত গৌরব——এই নিমিত্তই গীত গোবিন্দকার জয়দেবের নাম বিশাল জলধি-দেহ বিলঙ্ঘন করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকায় পরম সমাদরে পরিগৃহীত হইয়াছে।

গীতগোবিন্দে অষ্ট-পদ-বিশিষ্ট চতুর্ব্বিংশতিটী গীত আছে। এতন্নিবন্ধন এই মহাকাব্য "অষ্ট-

পদী" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। "সচরাচর গানে যে প্রকার আস্থায়ী, অন্তরা, আভোগ প্রভৃতি চারিটী নির্দ্দিষ্ট পদ থাকে, অর্থাৎ গান-মাত্রেই যেমন চতুষ্পাদী হইয়া থাকে; জয়দেবের গান বিশেষ অষ্ট পদী হওয়া প্রযুক্ত এই নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ জয়দেব-প্রণীত কোন কোন গানে দুইটী অন্তরা দুইটী সঞ্চারী প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে"। যাহা হউক, এই ব্যভিচার নিবন্ধন কোন বিশিষ্ট হানি লক্ষিত হয় না। পরন্তু, গীতগোবিন্দের "বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি-কৌমুদী হরতি দরতিমিরমতি-ঘোরং" প্রভৃতি কতিপয় সঙ্গীত অষ্ট প্রকার তালে গীত হইত বলিয়া গীতগোবিন্দকে "অষ্ট-তালী" ও বলা গিয়া থাকে। গীতগোবিন্দের প্রায় সমুদয় স্থানই সামান্য-নায়ক-নায়িকা-সুলভ আদিরসঘটিত বর্ণনায় পরিপূর্ণ। সুতরাং স্থলে তাহার কোনও অংশ উদ্ধৃত হইল না।

কথিত আছে, গীতগোবিন্দ মহারাজ বিক্র-মের সভায় গীত হইত। পণ্ডিত হরিদাস হীরা-

চাঁদ এই বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু সুবিশ্রুত স্বর্গীয় পণ্ডিতবর হোরেস্ হেমেন্ উইলসন্ সাহেব ইহাতে শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারেন নাই। তাঁহার মতে গীতগোবিন্দ বিক্রমাদিত্যের সময় অপেক্ষা আধুনিক গ্রন্থ। যাহা হউক, ভারত-ইতিহাস, অনেকগুলি বিক্রমাদিত্যের বিলাস-ক্ষেত্র। তন্মধ্যে ইনি কোন্ বিক্রমাদিত্য, তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। ডাক্তার উইলসন্ সাহে-বের লিখন-ভঙ্গীতে এই বিক্রমকে সুপ্রসিদ্ধ উজ্জয়িনীরাজ শক-প্রমর্দ্দক বিক্রমাদিত্য বলিয়া বোধ হয়। এরূপ হইলে, হরিদাস হীরাচাঁদ বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মহারাজ বিক্রমা-দিত্য, খ্রীষ্টের ষড়ধিক পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে, অবন্তী নগরে প্রাদুর্ভুত হইয়াছিলেন (৪০)। কিন্তু

(৪০) সম্প্রতি বহরমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন মহোদয় স্বপ্রণীত "মহাকবি কালিদাস" নামক ক্ষুদ্র পুস্তকে এই বিক্রমাদিত্যকে খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর লো[ক] বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা প্রমাণ-সঙ্গত কি ন[া] তাহার বিচার করা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে।

গীতগোবিন্দকার জয়দেব, খ্রীষ্টের জন্ম পরিগ্রহের বহু শত বৎসর পরে আবির্ভূত হয়েন ; সুতরাং তৎপ্রণীত গ্রন্থ, বিক্রমাদিত্যের সভায় গীত হওয়া নিতান্ত অসম্ভাবিত। হর্ষ বিক্রমাদিত্য প্রভৃতিও গীতগোবিন্দ প্রণীত হইবার অনেক পূর্ব্বে প্রাদু-র্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহাদের সভায় উক্ত গ্রন্থের গান হওয়াও সম্ভবপর নহে। কিন্তু ইহা নির্দ্দিষ্ট আছে যে, কলিঙ্গদেশে শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে কর্ণাটদেশীয় গায়কগণ কর্ত্তৃক "গীতগোবিন্দ" গীত হইত। বল্লভাচার্য্যের শিষ্যগণও কার্ত্তিক মাসের একাদশ দিবসে "গীতগোবিন্দ" গান করিতেন। পরন্তু "রাজ-তরঙ্গিনী" নামক কাশ্মীর রাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসে জৈনরাজ শ্রী[illegible]র্ষের ক্রম-[illegible]রোবর ভ্রমণ সময়ে গীতগোবিন্দ গীত হইবার বিষয় লিখিত আছে (৪১)।

---

৪১) "গীতগোবিন্দ-গীতানি মত্তঃ শৃণ্বতঃ প্রভোঃ।
গোবিন্দ-ভক্তি-সংসিক্তো রসঃ কোঽপ্যুদভূত্তদা॥"
(শ্রীধর পণ্ডিত-কৃত তৃতীয় রাজতরঙ্গিনীর
(প্রথম তরঙ্গের ৪৮৬ শ্লোক।

তাহাতে বোধ হয়, প্রাচীনকালে কাশ্মীর রাজ্যেও গীতগোবিন্দের গান হইত।

এরূপ কিম্বদন্তী আছে, গীতগোবিন্দের "দেহি পদপল্লবমুদারম্" বাক্যটী ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আসিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। গীত-গোবিন্দের দশম সর্গে শ্রীকৃষ্ণ, মানিনী প্রণয়িনী রাধিকার অনুনয় করিতেছেনঃ—"মম শিরসি-মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্" অর্থাৎ "তোমার উদার পদপল্লব আমার মস্তকে ভূষণ স্বরূপ অর্পণ কর।" জয়দেব "মমশিরসিমণ্ডনং" পর্য্যন্ত লিখিয়া প্রভুর মস্তকে পদার্পণের কথা লিখিবার ভয়ে "দেহি পদপল্লবমুদারম" অংশটী সাহস করিয়া লিখিতে পারিতেছেন না। অনন্তর সে দিবস লেখায় ক্ষান্ত হইয়া স্নানার্থ ভাগীরথীতে গমন করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিরতিশয় রসিক; সামান্য নায়কের ন্যায় বর্ণিত হইলেও ভক্তের অপরাধ গ্রহণ করেন না। সুতরাং তিনি জয়-দেবের স্নান-গমন-সুযোগে, স্নাত প্রত্যাগত জয়-দেব-রূপ ধারণ পূর্ব্বক তদীয় ভবনে উপনীত

হইলেন। জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতী রীতিমত অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিলে, জয়দেব-রূপী শ্রীকৃষ্ণ যথাবিধি ভোজন করিয়া জয়দেবের পুস্তক উদ্ঘাটন পূর্ব্বক "দেহি পদপল্লবমুদারম্" অংশটী লিখিয়া রাখিলেন। ইত্যবসরে প্রকৃত জয়দেবও স্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। জয়দেব জানিতেন, পদ্মাবতী প্রাণান্তেও তাঁহার ভোজ-নের পূর্ব্বে জল-গ্রহণ করেন না; এক্ষণে এই অসদৃশ ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, পদ্মাবতী পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। জয়দেব পুস্তক উদ্ঘাটন করিয়া দেখেন, "দেহি পদপল্লবমুদারম্" অংশটী লিখিত রহিয়াছে। তখন তিনি বুঝিতে পারি-লেন, ভক্ত-বৎসল ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। শয়ন-স্থলে গমন করিয়া দেখেন, প্রভু অন্তর্হিত হইয়াছেন। অনন্তর আপনাকে আর পর নাই সৌভাগ্যান্বিত জ্ঞান করিয়া পদ্মা-বতীর পাত্রাবশিষ্ট ভোজন পূর্ব্বক আত্মাকে পরম পবিত্র বোধ করিলেন।

প্রথিত আছে, জয়দেবের গীতগোবিন্দ-রচনা সমাপ্ত হইলে, (৪২) নীলাচল-রাজ সাত্বিক, অমর্ষ-প্রদীপ্ত হইয়া জয়দেবের কবি-কীর্ত্তি লোপ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং একখানি গীতগোবিন্দের রচনা করেন; এবং উভয় গ্রন্থের (জয়দেব-প্রণীত ও রাজ-প্রণীত) উৎকর্ষাপকর্ষ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রগাঢ় বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ভারার্পণ করেন। ব্রাহ্মণগণ পরীক্ষার্থ উক্ত দুই খানি গীতগোবিন্দ, জগন্নাথদেবের মন্দিরে স্থাপন পূর্ব্বক এই বলিয়া মন্দিরের দ্বারা রুদ্ধ করেন যে, যে গ্রন্থ খানি উৎকৃষ্ট হইবে, সেই খানি জগন্নাথদেব গ্রহণ করিয়া অন্যতর খানি দূরে নিক্ষেপ করুন। জগন্নাথদেব, জয়দেব-কৃত গীত-গোবিন্দ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া সাত্বিক রাজ-প্রণীত গীতগোবিন্দ দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। জগন্নাথের এইরূপ ব্যবহারে নীলাচল-রাজ অভি-মানী হইয়া সাগর-সলিলে নিমগ্ন হইতে যাইতে

(৪২) নীলাচলের অন্যতর নাম উৎকল বা উড়িষ্যা।

ছিলেন ; ইহাতে জগন্নাথ অনুকূল হইয়া কহিলেন, "তুমি আত্মহত্যা করিও না, তোমার গ্রন্থ আমি গ্রহণ করিলাম।" জগন্নাথের এই আদেশে রাজা মরণে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন (৪৩)। জয়দেব সম্বন্ধীয় এইরূপ আরও কতিপয় উপন্যাস, "ভক্তমাল" ও "ভক্তি-বিজয়" প্রভৃতি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

গীতগোবিন্দ, স্যর উইলিয়ম্ জোন্স কর্ত্তৃক ইংরেজী, লাসন্ কর্ত্তৃক লাটীন, রুকার্ট কর্ত্তৃক জরম্যান্ ও এতদ্দেশীয় অপরাপর অনুবাদক কর্ত্তৃক হিন্দী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

---

(৪৩) "কবিরাজ-কৃত গ্রন্থ হৃদয়ে লইল।
নৃপ-কৃত গ্রন্থ প্রভু চরণে ফেলিল॥
তাহাতে রাজার অভিমান চিত্তে হইয়া।
ডুবিয়া মরিতে গেলা সমুদ্রে যাইয়া॥
রাজা নিজ ভক্ত পুনঃ দয়া উপজিল।
না মরো তোমার গ্রন্থ অঙ্গীকার কৈল॥
জয়দেব-কৃত গ্রন্থ দ্বাদশ যে সর্গে।
তব কৃত বার শ্লোক থাকিবেক অগ্রে॥"
(ভক্তমাল। দ্বাদশমালা।)

কবি-শ্রেষ্ঠ জয়দেব, বিবিধ গুণে ভূষিত হইয়াও ভবভূতি প্রভৃতির ন্যায় স্বকীয় কাব্যের গৌরব রক্ষায় নিতান্ত ব্যগ্র ছিলেন। এতন্নিবন্ধন. তিনি স্বপ্রণীত কাব্যের সমাপিকাতে গর্ব্ব-বিলসিত বাক্য প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই (৪৪)। যাহা হউক, জয়দেব-প্রণীত কাব্যের ভাষার মাধুর্য্য ও বর্ণনার পারিপাট্য বিবেচনা করিলে এইরূপ গর্ব্বোক্তি নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না।

(৪৪) "সাধ্বী মাধ্বীক! চিন্তা ন ভবতি পরিতঃ *
শর্করে! কর্করাসি,
দ্রাক্ষে! দ্রক্ষ্যন্তি কে ত্বামমৃত! মৃতমসি
ক্ষীর! নীরং রসস্তে।
মাকন্দ! ক্রন্দ কান্তাধর! ধরণিতলং গচ্ছ
যচ্ছন্তি যাবদ্
ভাবং শৃঙ্গার-সারস্বত-ময়-জয়দেবস্য †
বিশ্বগ্ বচাংসি॥"

* ভবতু ইতি বা পাঠঃ।

† শৃঙ্গার-সারস্বতমিহ ইতি বা পাঠঃ।

গীতগোবিন্দ ব্যতীত "রতিমঞ্জরী" নামে এক খানি গ্রন্থ ও জয়দেবের চরিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু তাহা এরূপ জুগুপ্সিত ও অকিঞ্চিৎকর বর্ণনায় পরিপূর্ণ যে, সুকবি জয়দেবের রসময়ী-লেখনী-বিনির্গত বলিয়া কখনই প্রতীত হয় না। বোধ হয়, অপর কোন জয়দেব নিতান্ত ঘৃণিত বিষয় লইয়া যৎসামান্য ভাবে এই অপদার্থ "রতিমঞ্জরী" রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বহু শতাব্দী অতীত হইল, জয়দেব লোকান্তরিত হইয়াছেন, অদ্যাপি তাঁহার স্মরণার্থ কেন্দুলি গ্রামে প্রতিবৎসর বৈষ্ণবদিগের একটী মেলা হইয়া থাকে (৪৫)। এই মেলায় পঞ্চাশৎ কি ষষ্টি-সহস্র লোক উপাসনার্থ জয়দেবের সমাধি-মন্দিরে সমবেত হয়। বৈষ্ণবগণ এই সময়ে রাধাকৃষ্ণের মিলন-বিষয়ক সঙ্গীত গান করিয়া থাকেন।

(৪৫) এই মেলা মাঘ মাসের উত্তরায়ণ সংক্রান্তি-দিবসে আরম্ভ হইয়া থাকে।

উপসংহার।

দেশীয় ভাষায় ভারতবর্ষের প্রকৃত পুরাবৃত্ত পাওয়া যেরূপ দুর্ঘট, ভারতবর্ষীয়গণের জীবন-চরিত সংগ্রহ করাও তদপেক্ষা কষ্ট-সাধ্য। লোক-বিশ্রুত দেশীয় জনগণের একখানিও উৎকৃষ্ট জীবন-চরিত নাই বলিলে অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। দুর্ভাগ্য নিবন্ধন অস্মদ্দেশে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ক্রমে জীবন-চরিত-সংগ্রহ-প্রথা প্রচররূপ ছিল না। সুতরাং তৎসম্বন্ধীয় সমুদয় সত্য, কিম্বদন্তী ও উপন্যাস মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কবিতাদেবীর উপাসক হইলে তদনুচারিণী কল্পনারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ভারতভূমি এই নৈসর্গিক নিয়মের বহিশ্চর হয় নাই। পূর্ব্ব-কালীন গ্রন্থকর্ত্তৃগণ কবিত্ব-বিষয়ে নিতান্ত আকৃষ্ট থাকাতে কেবল কল্পনা-সুলভ

অপ্রাকৃত বর্ণনাতেই ব্যাসক্ত ছিলেন, সুতরাং ইতিহাসানুমোদিত প্রকৃত বিষয় লিপিবদ্ধ করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়েন নাই। ইতিবৃত্তের উপকরণ স্থানীয় যাহা কিছু ছিল, তাহাও উপর্য্যুপরি বিপ্লব বশতঃ বিধ্বস্ত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এতন্নিবন্ধনই ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভারতবর্ষীয়গণের জীবন-বৃত্তান্ত নিতান্ত বিরল-প্রচার দৃষ্ট হয়।

জীবন-চরিত সংগ্রহ করিতে হইলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমুদয় বিষয় অনুসন্ধান করা উচিত। কিন্তু ভাগ্য-দোষে অস্মদ্দেশীয়গণ তাদৃশ অনুসন্ধিৎসু নহেন। যে কোন বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধানের আবশ্যকতা উপস্থিত হয়, তাহাতেই ইহাঁরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া থাকেন (১)। সুতরাং উপযুক্ত লোকের জীবন-চরিত প্রণীত হইবার

---

(১) সৌভাগ্যবশতঃ এক্ষণে কেহ কেহ ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সংখ্যা এত অল্প যে, গণনা-যোগ্য নহে।

উন্মীলন করিয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা কর, এবং ক্ষণ-স্থায়ি-সুখ-প্রদ নবন্যাস প্রভৃতিতে উন্মত্ত না হইয়া স্বদেশের ও স্বদেশীয়গণের গৌরব বর্দ্ধন করিতে বদ্ধপরিকর হও।

আমাদিগের এমনই দুর্ভাগ্য যে, যাঁহার কৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা অনির্ব্বচনীয় প্রীতি-সুখ অনুভব করিয়া থাকি; তাঁহার বিষয় একবারে কিছুই জানিনা। যিনি অপূর্ব্ব রস-ভাব প্রদর্শন করিয়া ভুমণ্ডলে অনন্তকীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন——যিনি অলৌকিক কবিত্ব-শক্তি প্রকাশ করিয়া বাগ্‌দেবীর বরপুত্র বলিয়া প্রথিত হইয়াছেন——যাঁহার অমৃতময়ী লেখনীর মুখ হইতে অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য সমূহ বিনির্গত হইয়া সহৃদয়গণের হৃদয়-কন্দর অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রসে প্লাবিত করিতেছে; সেই মহাকবি কালিদাস কোন্ সময়ে কোন্ দেশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন; তাঁহার জীবন মধ্যে কি কি ঘটনা সজ্ঘটিত হইয়াছিল; মনোমধ্যে আন্দোলন করিলেই ক্ষোভে অভিভুত হইতে হয়। কি আক্ষেপের

বিষয়!! যে কালিদাসের নাম বহুযোজন-বিস্তীর্ণ নীলিম-রঞ্জিত জলধি-দেহ উল্লঙ্ঘন করিয়া ইউ-রোপে লব্ধ-প্রসর হইয়াছে, যে কালিদাসের নাম পৃথিবীস্থ যাবতীয় সহৃদয়গণের বদনে নিরন্তর প্রতিধ্বনিত হইতেছে, কতিপয় উপন্যাস-মিশ্র কিম্বদন্তী ব্যতীত, সেই মহাকবি কালিদাসের একখানিও উৎকৃষ্ট জীবন-বৃত্ত নাই। বঙ্গ-কবিকুল-তিলক জয়দেবের জীবনচরিত ও কালিদাসের ন্যায় কিম্বদন্তী ও উপন্যাস-মূলক। কিম্বদন্তী গুলিও আবার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। অধিক কি, জয়দেব যে গ্রামে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ভুবন-বিখ্যাত হইয়াছেন; তাঁহার নিমিত্ত যে গ্রামের নাম, অদ্যাপি সকলের সমক্ষে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাসিত হইতেছে; সেই কেন্দুলি গ্রামবাসিগণও জয়দেবের বিষয়ে কিছুই অবগত নহেন। এমন কি, অনেকে তাঁহার নাম শ্রবণ করিলেও চমকিত হইয়া উঠেন। অতএব এইরূপ অনিশ্চিত বিষয় হইতে প্রকৃত ঘটনার উন্নয়ন যে কত দূর কষ্টসাধ্য ও আয়াসকর, তাহা সহৃদয় পাঠকগণই অনুভব

সম্ভাবনা কি? আমরা অনায়াসে ভিন্ন দেশীয় মিল্টন্, বায়রণ্, নেপোলিয়ান্ প্রভৃতির জীবন-বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারি, কিন্তু একবার স্বদেশীয়গণের বিষয় মনোমধ্যে উদিত হইলেই নিরাশার হিল্লোল-পরম্পরা আমাদিগকে নিরন্তর আহত করিতে থাকে। কত শত মহানুভাব ব্যক্তি পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে প্রাদুর্ভূত হইয়া মহা-মহা অবদান সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সর্ব্বভুক্ কাল তাঁহাদি-গের দেহ পঞ্চভূতে বিমিশ্রিত করিয়াছে বটে, কিন্তু অনন্তকাল-স্থায়িনী কীর্ত্তির কিছুই বিধ্বংস করিতে পারে নাই। এক্ষণে স্বদেশীয়গণ সেই দেশোজ্জ্বলকারী আর্য্যদিগের চরিত্রানুসন্ধানে পরাঙ্মুখ হইয়া কতিপয় অলৌকিক উপন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক জন-সমাজে বাবদূকতা প্রকাশ করিতেছেন; পক্ষান্তরে ভিন্ন-দেশীয় জন-সমূহ তাঁহাদিগের মাহাত্ম্যে বিমোহিত হইয়া বিশিষ্ট ধীরতা সহকারে প্রকৃত তত্ত্ব নির্দ্ধারণে যত্নশীল হইতেছেন। হায়! কে জানিত ভারতের এই-

রূপ শোচনীয় দশাবিপর্য্যয় সঙ্ঘটিত হইবে? কে জানিত আর্য্যগণ, উৎপৎস্যমান পাশ্চত্ত্য প্রদেশ-বাসিদিগের মৃত-সঞ্জীবনী-বিদ্যা-প্রভাবে পুন-র্জ্জীবিত হইবেন? ধন্য পশ্চিম-দেশীয়গণ! শুভ-ক্ষণে তোমরা রত্ন-প্রসবিত্রী সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিয়াছিলে——শুভক্ষণে স্বর্ণভূমি ভারতবর্ষ তোমাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু হায়! যে প্রাচীন জ্ঞান-সূর্য্য তোমাদিগের হৃদয়-কমল উদ্ভাসিত করিয়াছে; এক্ষণে দেখ, সেই প্রাচ্য দেশের কিরূপ শোচনীয় দশা উপ-স্থিত। কি পরিতাপের বিষয়! বিদেশীয়গণ গবেষণা-কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদিগের যে পূর্ব্ব-পুরুষগণের মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত করিতেছেন; আমরা বাচলতা প্রকাশ করিয়া নিতান্ত অব্যবস্থিতের ন্যায়——নিতান্ত কুলাঙ্গারের ন্যায় তাঁহাদিগ-কেই অধঃকৃত করিতেছি! হা! ভাতরবর্ষীয় মানবগণ! আর কতকাল এইরূপ শোচনীয় মোহ-নিদ্রায় অভিভূত থাকিয়া প্রমাদ-শয্যায় শয়ান থাকিবে? যথেষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে জ্ঞানচক্ষুঃ

করিবেন। বস্তুতঃ, বঙ্গ-কবিকুল-রত্ন জয়দেবের একখানিও জীবনী নাই। সুতরাং অনেক অনুসন্ধান করিয়া তদীয় এই ক্ষুদ্র জীবন-চরিত খানি যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ হইল।

যে সমুদয় ব্যক্তি বিজন প্রদেশে অধিবাস করিয়া কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠানও পুস্তক-রচনা-কার্য্যে, কিম্বা সংসারাশ্রমে বিরাগী হইয়া যতিবেশে নানা স্থান পর্য্যটনে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন; তাঁহাদিগের ঐতিহাসিক আলেখ্য বিবিধ বিষয়ে বিচিত্রিত নহে। ধার্ম্মিকবর জয়দেব এই শ্রেণীর লোক। ইনি জীবনের অর্দ্ধাংশ, সন্ন্যাসি-বেশে নানা স্থান পর্য্যটন পূর্ব্বক ধর্ম্ম ঘোষণায়, এবং অপরাংশ, নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থান পূর্ব্বক পুস্তক-রচনা ও ঐশ্বরিক তত্ত্ব-চিন্তায় পর্য্যবসিত করিয়া গিয়াছেন। মহানুভাব রামচন্দ্র, ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির, রণবীর নেপোলিয়ান্‌ প্রভৃতি সুবিশ্রুত জনগণের জীবন-চরিত যেমন বিবিধ-ঘটনা-পূর্ণ ও লোমহর্ষণ-কার্য্য-বিলসিত হইয়া ইতিহাস-ক্ষেত্রে বিচরণ করি-

তেছে; জয়দেবের জীবন-বৃত্তান্তে তাহার কিছুই নাই। ইনি বঙ্গদেশের একটী সামান্য-পল্লীতে, জন্মগ্রহণ করিয়া প্রায়ই নির্জ্জন প্রদেশে জীবনাতিপাত করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং ইহার জীবনচরিত অধিক হওয়াও সম্ভাবিত নহে। যাহা হউক; যদি এই ক্ষুদ্র জীবনবৃত্ত খানি সহৃদয়গণের কথঞ্চিৎ প্রীতি-প্রদ হয়, অথবা যদি কেহ এতদ্দ্বারা উৎসাহান্বিত হইয়া, ইহা অপেক্ষাকৃত বিশদরূপে লিপিবদ্ধ করেন; তাহা হইলেই আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিব। পরিশেষে সানুনয় বক্তব্য এইঃ—

"দৃষ্টং কিমপি লোকেঽস্মিন্ ন নির্দ্দোষং ন নির্গুণম্,
আবৃণুধ্বমতো দোষান্, বিবৃণুধ্বং গুণান্ বুধাঃ ॥"

সমাপ্ত।